দৈনিক বাংলা

৩৮

তারিখ ২৩।২।৮৯
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

027

প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বার্থ

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে যে রাজনীতি করা হচ্ছে একথাটা প্রাথমিক শিক্ষকরাও বুঝবেন। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মসূচীর সমর্থনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাস্তায় ও ময়দানে নেমে পড়েছেন—তারা মনে করছেন ভাল একটা উপলক্ষ পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন হিত সাধন করবে? প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী, তারা সরকারী কর্মচারী থাকতে চান। সরকার তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারীই থাকবেন এবং সরকারী তহবিল থেকেই তাদের বেতন-ভাতা দেয়া হবে। তাহলে বিক্ষোভের কারণ থাকে কোথায়?

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সরকার মেনে নেয়া সত্ত্বেও রাজধানীতে তাদের ডেকে এনে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাদের বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে। এমন কি সেই মহল প্রাথমিক শিক্ষকদের নাম করে একুশে ফেব্রুয়ারীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালিয়েছে। একথাও বলা হয়েছিল যে সরকারী নেতৃবৃন্দকে শহীদ মিনারে যেতে দেয়া হবে না। অবশ্য সে হুমকি টেকেনি। সরকারী নেতৃবৃন্দ যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারী পর্যায়ে শহীদ দিবস উদযাপিত হবে না, একি কারো কাম্য হতে পারে? দেশের প্রতিটি মানুষ চায় শহীদ দিবসের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং সরকারও সেভাবেই দিনটি পালন করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদেরও নিশ্চয়ই তাই অভিপ্রেত। কিন্তু তাদের নিয়ে রাজনীতি করা হল।

আমরা আশা করব, প্রাথমিক শিক্ষকরা পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন করবেন এবং দেশ, জাতি ও শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সরকার স্পষ্টভাষায় তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনকে বিশৃংখলামুক্ত রাখাই দেশবাসীর কাম্য। তাতে শিক্ষকদেরও স্বার্থ নিহিত।